সংবাদ

তারিখ 12 MAY 2005
পৃষ্ঠা ... কলাম ...

উচ্চ শিক্ষায় ইংরেজি চালুর উদ্যোগ এগুচ্ছে না কেন

দেশের প্রশাসনসহ সর্বস্তরে দক্ষ ও যোগ্যতাসম্পন্ন জনশক্তির ঘাটতি ক্রমেই প্রকট হচ্ছে। এই পরিস্থিতিতে উচ্চ শিক্ষার মাধ্যম হিসেবে ইংরেজি চালুর ব্যাপারে গত বছর সরকার নীতিগতভাবে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে; কিন্তু গত এক বছরেও এ ব্যাপারে তেমন কোন অগ্রগতি হয়নি। ফলে সরকারের এই প্রয়োজনীয় ও বাস্তবানুগ সিদ্ধান্তটি ভেস্তে যেতে বসেছে।

ইংরেজির গুরুত্ব বিবেচনা করে দেশে উচ্চ শিক্ষার মাধ্যম হিসেবে ইংরেজি চালুর সিদ্ধান্তের পর সরকার এক বছর আগে বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরি কমিশনের মাধ্যমে পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়গুলোর কাছে এ ব্যাপারে মতামত চেয়ে চিঠি দেয়। ১৭টি পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়ের মধ্যে ঢাকা, চট্টগ্রাম, রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয় ছাড়া বাকি বিশ্ববিদ্যালয়গুলো ইতিবাচক সাড়া দেয়। কিন্তু দেশের প্রধান তিন বিশ্ববিদ্যালয় এ ব্যাপারে নির্লিপ্ত থাকার কারণে বিষয়টি আর এগোয়নি। বিষয়টি সিন্ডিকেটের মাধ্যমে সিদ্ধান্ত নিয়ে মঞ্জুরি কমিশনকে জানানো হবে বলে ওই তিন বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ জানায়। কিন্তু গত এক বছরে বিশ্ববিদ্যালয়গুলোতে বেশ কয়েকটি সিন্ডিকেট ও একাডেমিক কাউন্সিলের বৈঠক হওয়ার পরও বিষয়টি উত্থাপিত হয়নি। ওই তিন বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ইতিবাচক সিদ্ধান্ত না আসায় এবং সরকারের উদ্যোগহীনতার কারণে শেষ পর্যন্ত সরকারের এই উদ্যোগটি ভেস্তে যাওয়ার উপক্রম হয়েছে। ফলে আমাদের নাগরিকদের ইংরেজি শিক্ষায় দৈন্যদশা দীর্ঘস্থায়ী হওয়ার আশঙ্কা সৃষ্টি হয়েছে। এটা দেশের জন্য মোটেও শুভ নয়। কেননা বিশ্বায়নের বর্তমান যুগে ভাল ইংরেজি জানার কোন বিকল্প নেই। ই-মেইল, ইন্টারনেট থেকে শুরু করে আধুনিক তথ্য-প্রযুক্তির ব্যবহার, উচ্চতর লেখাপড়া, ব্যবসা-বাণিজ্য সব ক্ষেত্রেই ভাল ইংরেজি জ্ঞান অপরিহার্য হয়ে পড়েছে। ইংরেজিতে দখল না থাকলে বর্তমান তথ্য-প্রযুক্তি নির্ভর প্রতিযোগিতামূলক বিশ্বে টিকে থাকা প্রায় অসম্ভব। কিন্তু আমাদের দেশে ইংরেজি শিক্ষার ওপর তেমন গুরুত্ব দেয়া হচ্ছে না। সর্বোচ্চ ডিগ্রিধারী ব্যক্তিরাও ইংরেজিতে একেবারেই কাঁচা থেকে যাচ্ছে। ফলে অন্য দেশের নাগরিকদের সঙ্গে তারা প্রতিযোগিতায় কুলিয়ে উঠতে পারছে না। এমনকি দেশে যারা ইংরেজি মাধ্যমে লেখাপড়া করছে কিংবা ব্যক্তিগত উদ্যোগে ইংরেজিতে দক্ষতা অর্জন করেছে, তাদের সঙ্গেও এ বিপুল সংখ্যাগরিষ্ঠ শিক্ষিতের সুস্পষ্ট পার্থক্য তৈরি হচ্ছে। ভাল ইংরেজি জানা ছেলেমেয়েরা জাতীয়-আন্তর্জাতিক বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের গুরুত্বপূর্ণ পদ দখল করছে। পক্ষান্তরে স্রেফ ইংরেজিতে দুর্বল হওয়ার কারণে এদেশের বেশিরভাগ ছেলেমেয়ে সুযোগ-সুবিধা বঞ্চিত হয়ে তলানিতে পড়ে থাকছে। অতীতে বাংলা মাধ্যমে উচ্চ শিক্ষার সিদ্ধান্ত নেয়া হলেও উচ্চ শিক্ষার মাধ্যম হিসেবে বাংলা ব্যবহার করার জন্য প্রয়োজনীয় বই-পুস্তকের বাংলা অনুবাদসহ যেসব পদক্ষেপ নেয়া জরুরি ছিল তা করা হয়নি। ফলে শিক্ষার্থীরা উচ্চতর ডিগ্রি লাভ করলেও ইংরেজিতে কাঁচা থেকে যাচ্ছে। ইংরেজিতে দুর্বল হওয়ার কারণে বিদেশে পড়াশোনা কিংবা কর্মজীবনে বেশ বিব্রতকর অবস্থায় পড়তে হচ্ছে। বিসিএস ক্যাডারসহ বিভিন্ন সরকারি, বেসরকারি প্রতিষ্ঠানের কর্মকর্তা-কর্মচারীও ইংরেজিতে যুগোপযোগীভাবে পারদর্শী হয়ে উঠতে পারছে না। অন্যদিকে বিদেশে বিপুল কর্মসংস্থানের সম্ভাবনা থাকা সত্ত্বেও ভাল ইংরেজি না জানার কারণে অনেক ক্ষেত্রে তাও হাতছাড়া হচ্ছে।

ইংরেজি ভাষায় অদক্ষতা আমাদের জন্য নিঃসন্দেহে অভিশাপ। এ পরিস্থিতিতে যত দ্রুত সম্ভব শিক্ষার্থীদের ইংরেজিতে দক্ষ করার উদ্যোগ নেয়া দরকার। এক্ষেত্রে বিশ্ববিদ্যালয়গুলোকে ইতিবাচক মনোভাব নিয়ে এগিয়ে আসতে হবে। শুধু উচ্চ শিক্ষায়ই নয়, পাশাপাশি মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক পর্যায়েও ইংরেজি শিক্ষার ওপর গুরুত্ব দেয়া উচিত। ভবিষ্যতের স্বার্থে মাতৃভাষা বাংলার পাশাপাশি ছাত্রছাত্রীদের ইংরেজিতে দক্ষ করে তোলা এখন সময়ের দাবি। এ ব্যাপারে সরকারের আরও বেশি উদ্যোগী হওয়া প্রয়োজন।